‘র‍্যাগ ডে’ পালনের নামে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজে পার্টিসহ অশ্লীল, উন্মত্ত ও আপত্তিকর কর্মকা- বন্ধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকায় নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা সমাপনী উৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়ের (জাবি) ৪৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। গত শুক্রবার ৪৩তম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী উৎসব আয়োজনের লক্ষ্যে বিশ^বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী আরিফুল ইসলাম প্রিতমকে সভাপতি এবং পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের শিক্ষার্থী তানজিলুল ইসলামকে কোষাধ্যক্ষ করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

advertisement 3

এর আগে চলতি বছর ১০ মার্চ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২তম ব্যাচের র‍্যাগ অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে দেশব্যাপী সমালোচনার ঝড় ওঠে। এর পর গত ১৭ এপ্রিল বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ দেশব্যাপী সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘র‍্যাগ ডে’ বন্ধে ৩০ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ‘র‍্যাগ ডে’ নাম পরিবর্তন করে ‘শিক্ষা সমাপনী উৎসব’ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়ের ৪৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। তবে নাম পরিবর্তন হলেও একে ‘নতুন মোড়কে পুরনো মদ’ বলছেন শিক্ষার্থীরা। আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চান না তারা। এ বিষয়ে ¯œাতকোত্তর পর্যায়ের এক শিক্ষার্থী বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়ের অনেক অর্জন ও সুনাম আছে। বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অনেক পরিশ্রম করে এগুলো অর্জন করেছেন। আমরা চাই না অপসংস্কৃতি ও অশ্লীলতার প্রভাবে সেটা নষ্ট হোক। যেটি আমরা ৪২তম ব্যাচের র‍্যাগ অনুষ্ঠানের সময় দেখেছি।

advertisement 4

এ বিষয়ে ৪৩তম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী উৎসবের আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি আরিফুল ইসলাম প্রিতম বলেন, আগে যেহেতু কিছু বিতর্ক হয়েছে এবং সেই কারণেই আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি

করেছেন। তাই আমরা নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা সমাপনী উৎসব আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এক্ষেত্রে আমরা অনেক সতর্ক থাকব এবং দেশি সংস্কৃতির বিষয়টা মাথায় রাখব, যাতে বিশ^বিদ্যালয়ের সম্মান অক্ষুণœ থাকে।

সরেজমিন দেখা যায়, ¯œাতকোত্তর পর্বের পাঠদান শেষ হলেও র‍্যাগ অনুষ্ঠান (শিক্ষা সমাপনী উৎসব) না হওয়ায় আবাসিক হলে অবস্থান করছেন সাবেক শিক্ষার্থীরা। এক্ষেত্রে ছাত্রীদের হলে ৪৩ ব্যাচের কোনো শিক্ষার্থী অবস্থান না করলেও ছেলেদের হলগুলোতে এখনো অনেকেই অবস্থান করছেন। এতে হলগুলোতে আবাসন সংকট বেড়েই চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (শিক্ষা শাখা) সূত্রে জানা যায়, ৪৪ ব্যাচ (২০১৪-১৫ সেশন) পর্যন্ত সব বিভাগেই মাস্টার্স শেষ হয়েছে। ৪৫ ব্যাচেরও

(২০১৫-১৬ সেশন) বেশকিছু বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষা চলমান। তবে প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে হলে অবস্থান করছেন ৪৩ ও ৪৪ ব্যাচের (২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ সেশন) অধিকাংশ শিক্ষার্থী। এমতাবস্থায় হলে আবাসন সংকট চলছে।

এ বিষয়ে বেগম খালেদা জিয়া হলের এক আবাসিক ছাত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, র‍্যাগ অনুষ্ঠান হওয়া না হওয়ার সঙ্গে হলে থাকার সম্পর্ক কী? ¯œাতকোত্তর শেষ হলে হল ছাড়তে হবে এটাই নিয়ম। মেয়েদের হলে ¯œাতকোত্তর পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ দিয়ে প্রশাসন হল ছাড়তে বাধ্য করে। তা হলে ছেলেদের বেলায় প্রশাসন নিরব কেন?

এ ছাড়াও ‘র‍্যাগ’ অনুষ্ঠান কেন্দ্র করে মোটা অঙ্কের মাদকের ব্যবসা হয় বলে অভিযোগ আছে। এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আ স ম ফিরোজ-উল-হাসান বলেন, শিক্ষা সমাপনী উৎসব ঘিরে মাদকের বিষয়টি অনাকাক্সিক্ষত। এ রকমটা যাতে না হয় সে ব্যাপারে আমরা কমিটিকে বলব। আমাদের দিক থেকেও স্ট্রং মনিটরিং থাকবে এটাকে কীভাবে প্রতিহত করা যায়। ৪৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এখনো অনুমতির জন্য অফিসিয়ালি আমাকে জানায়নি। তারা যখন আমাকে অফিসিয়ালি জনাবে, তখন আদালতের নির্দেশনা মাথায় রেখে অনুমতি দেওয়া হবে কি হবে না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অনুমতি দেওয়া হলেও শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নূরুল আলম বলেন, আমি এখনো বিষয়টি জানি না। জেনে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।